ইমাম শামছুদ্দীন আয-যাহাবী রহ.

www.banglainternet.com
represents

KABIRAH GUNAH

IMAM SHAMSUDDIN AJ-JAHABI (R.)

কবীরা গুনাহ

মূল ঃ
ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.)

অনুবাদ ঃ
জাকেরুল্লাহ বিন আবুল খায়ের

সম্পাদনায় ঃ
দাওয়াহ ও গবেষণা বিভাগ
আল-মুনতাদা আল-ইসলামী বাংলাদেশ

প্রকাশনায় ঃ
আল-মুনতাদা আল-ইসলামী
১৩৭, উত্তর আউচ পাড়া, পোঃ নিশাত নগর
টঙ্গী, গাজীপুর, বাংলাদেশ।

কবীরা গুনাহ

মূল ঃ ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ জাকেরুল্লাহ বিন আবুল খায়ের

প্রকাশনায় ঃ আল-মুনতাদা আল-ইসলামী
উত্তর আউচ পাড়া, পোঃ নিশাত নগর,
টঙ্গী, গাজীপুর-১৭১১, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ৯৮০২০১৪-১৫
ফ্যাক্স ঃ ৯৮০৩০০৫

প্রথম প্রকাশ ঃ রমজান ১৪২৪ হিজরী

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ঃ
রবীউল আউয়াল ঃ ১৪২৭ হিজরী
এপ্রিল ঃ ২০০৬ ঈসায়ী
চৈত্র ঃ ১৪১২ বঙ্গাব্দ

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য
For Free Distribution

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ ঃ
তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
২২১ বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, মোবাইল ঃ ০১৭১-৬৪৬৩৯৬

অনুবাদকের কথা

বর্তমানে মানুষের নৈতিক অধঃপতন, চারিত্রিক পদস্খলন, নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে মানব সমাজের সর্বত্র বিরাজ করছে নৈরাজ্য আর হাহাকার। মুসলমানগণ তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে ন্যায়, নিষ্ঠা ও সততার বিনিময়ে খরিদ করছে বিজাতীয় সভ্যতা, মিথ্যা, পাপাচার ও অপসংস্কৃতি। যার ফলে সর্বত্র বিরাজ করছে অশান্তি। খুন-খারাবী, রাহাজানি, মদ, জুয়া, জেনা-ব্যভিচার তথা এমন কোন অন্যায় নেই যা আজকের সমাজে সংঘটিত হচ্ছে না। অন্যায়কে অন্যায় বলাও বর্তমান সমাজে অপরাধ বিবেচিত হচ্ছে। বর্তমান যুগের এ অবস্থা জাহিলিয়্যাতের অবস্থা হতে কোন অংশেই কম নয়। মানবতার এ মুমূর্ষু অবস্থায় মুসলিম জাতিকে সজাগ ও সচেতন করার লক্ষ্যে হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবীর "আল কাবায়ির" কিতাবের সার-সংক্ষেপ "মুখতাছারুল কাবায়ির" খুবই জরুরী। পুস্তিকাটি পাঠ করার পর বর্তমান সমাজে এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে অনুবাদ করার প্রেরণা পাই। তাই বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য পুস্তিকাটি অনুবাদ করে পেশ করছি। বইটিতে লেখক কবীরা গুনাহগুলোকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে খুব সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন।

উল্লেখ্য, মূল বইয়ের সাথে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম আল জাওযী (রহ.) রচিত কিতাব الداء والدواء হতে الأثر القبيح للمعاصي وضررها (গুনাহের কুপ্রভাব ও ক্ষতিকর দিকসমূহ) হতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করা হল।

বইটি পাঠ করার পর যদি কোন পাঠকের অন্তরে একটু হলেও রেখাপাত করে, তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে।

বইটির অনুবাদে ভুল-ত্রুটি হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। কোন বিজ্ঞ পাঠকের নিকট বইটিতে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়লে অনুবাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

অবশেষে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা এই যে, আল্লাহ যেন এ বইটি দ্বারা সকল পাঠক-পাঠিকাকে উপকৃত করেন এবং সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার হতে বিরত থাকার তওফীক দান করেন। আমীন।

বিনীত

জাকের উল্লাহ বিন আবুল খায়ের

কৈফিয়ত

ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহঃ)-এর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল-কাবায়ির'-এর সার-সংক্ষেপ হল "মুখতাছারুল কাবায়ির"। আরবী ভাষাতে যেমন এর একাধিক ভাষ্য লেখা হয়েছে, তেমনি বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

তাই এ দাবী করছি না যে, আমরাই এর প্রথম অনুবাদ করেছি। তবে আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ভিন্ন।

আর তা হচ্ছে আল্লাহর বান্দাদেরকে তার অপছন্দনীয় কাজ থেকে সতর্ক করে তার নিকটবর্তী করে দেয়া। অন্যায় অপরাধমুক্ত সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ গঠন, ইলমে দ্বীনের প্রচার ও দাওয়াত। সর্বোপরি রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

এ লক্ষ্যগুলো সামনে রেখেই বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের কোন আদেশ নির্দেশ ও পারিশ্রমিক ছাড়া নিজ উদ্যোগে এ অনুবাদ কাজে হাত দিয়েছেন। আমরা তাকে সামান্য সহযোগিতা করেছি মাত্র।

এ পুস্তক থেকে যেমন সাধারণ মানুষ উপকৃত হতে পারে, তেমনি আলেম সমাজ তাদের দাওয়াতী ময়দানে এ থেকে সাহায্য নিতে পারবেন। তাই খুব সংক্ষিপ্ত করার পরিকল্পনা সত্ত্বেও আয়াতে কারীমা ও আহাদীসে শরীফার আরবী উদ্ধৃতি হুবহু উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি বিষয়ে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ বইতে সংক্ষিপ্ত প্রমাণাদিসহ ৭৯টি কবীরা গুনাহের আলোচনা করা হয়েছে। যা ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক অন্যায়। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, কবীরা গুনাহের সংখ্যা মাত্র ৭৯টি; এর বাইরে কোন কবীরা গুনাহ নেই। বরং এর বাইরে অনেক কবীরা গুনাহ রয়েছে যার আলোচনা এখানে আসেনি।

আল্লাহর বান্দাগণ এ বই দ্বারা যত বেশী লাভবান হবেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তত বেশী সওয়াব ও পুরস্কারের অংশীদার হব। এ প্রত্যাশাই আমাদের মূল প্রেরণা। আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

সম্পাদনা পরিষদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। আমরা শুধু তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি ও তাঁর নিকট ক্ষমা চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দিবেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারবে না। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না এবং আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

ইরশাদ হচ্ছে-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ* (ال عمران :١٠٢)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় কর আর সাবধান, মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (আল-ইমরান ঃ ১০২)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا * (النساء : ١)

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচনা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।" (নিসা ঃ ১)

আল্লাহ আরো বলেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا * يُّصْلِحْ لَكُمْ

أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا * (الأحزاب : ٧٠-٧١)

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক সত্য কথা বল, তিনি তোমাদের আমল সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।" (আল-আহযাব ঃ ৭০-৭১)

নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হল আল্লাহর কিতাব। আর সর্বোত্তম আদর্শ হল রাসূলের আদর্শ। আর সর্ব নিকৃষ্ট বিষয় হল মনগড়া ও নব প্রবর্তিত বিষয় তথা বিদআত, আর প্রতিটি বিদআতই হল গোমরাহী। আর প্রতিটি গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।

আল্লাহ বলেন ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا * (النساء : ٣١)

"যে সকল বড় গুনাহ সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সে সব বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পার, তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দিব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাব।" (নিসা ঃ ৩১)

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা যারা কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে তাদেরকে দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব নিয়েছেন, কারণ ছগীরা গুনাহ বিভিন্ন নেক আমল যেমন- সালাত, সওম, জুমুআ, রমযান ইত্যাদির মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে।

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

اَلصَّلَوٰتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلٰى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلٰى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَتِ الْكَبَائِرُ. (رواه مسلم)

"পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমুআ হতে অন্য জুমুআ এবং এক রমযান হতে অন্য রমযান মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করিয়ে দেয়, যদি বড় গুনাহগুলো হতে বেঁচে থাকা যায়।" (মুসলিম)

উল্লেখিত হাদীসের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, কবীরা গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকা অতীব জরুরী। যদিও জ্ঞানীরা বলেন, তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার ফলে কোন কবীরা গুনাহ্ অবশিষ্ট থাকে না। আর একই গুনাহ্ বার বার করলে তা ছগীরা থাকে না।

অতএব কবীরা গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকতে হলে তা সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেন- লোকেরা রাসূল ﷺ-কে ভাল ভাল বিষয়গুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত এবং আমি খারাপ বিষয়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এজন্য যে, যাতে আমাকে খারাপ বিষয়গুলো স্পর্শ করতে না পারে।

কবি বলেন-

عَرَفْتُ الشَّرَّ لاَ لِلشَّرِّ لٰكِنْ لِتَوْقِيْهِ

وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ يَقَعْ فِيْهِ

"আমি খারাপ সম্পর্কে জেনেছি তা করার উদ্দেশে নয়, বরং খারাপি হতে রক্ষা পেতে। কারণ যে লোক মন্দ সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে না সে তাতে পতিত হয়।"

বিষয়টাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে যে সব কবীরা গুনাহ্ হাফেয ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী তার প্রসিদ্ধ কিতাব "আল কাবায়ের" এ উল্লেখ করেছেন সেগুলো সহ আরো কিছু কবীরা গুনাহের আলোচনা করা হয়েছে।

এসব কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে জানা থাকলে হয়ত এ গুনাহ্গুলি হতে বেঁচে থাকাও সম্ভব হবে।

এখানে প্রতিটি কবীরা গুনাহের আলোচনার সাথে একটি বা দু'টি করে কুরআন ও হাদীসের বিশুদ্ধ প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রয়োজন অনুসারে কোন কোন স্থানে বিষয়টির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আল্লাহর নিকটই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি।

আল্লাহর সুন্দর নামগুলো এবং মহৎ গুণাবলীর মাধ্যমে প্রার্থনা করছি যে, এই রিসালার মধ্যে যে বিষয়গুলি রয়েছে তার দ্বারা আমাকে এবং সমস্ত মুসলমানকে প্রতিদান দিবেন ঐ দিন যে দিন কোন ধন সম্পদ ও সন্তান কারো কোন উপকারে আসবে না। একমাত্র ঐ ব্যক্তি উপকৃত হবে যে আল্লাহর নিকট সরল মন নিয়ে উপস্থিত হবেন। আর এই আমল সহ অন্য সমস্ত আমল একমাত্র আল্লাহর জন্য।

তিনি তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন ও কুরআন, হাদীসের অনুসৃত পথ নির্দেশনা অনুসরণ করার তাওফীক দিন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

কবীরা গুনাহ কি?

অনেকেই মনে করেন, কবীরা গুনাহ মাত্র সাতটি যার বর্ণনা একটি হাদীসে এসেছে। মূলতঃ কথাটি ঠিক নয়। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে, উল্লিখিত সাতটি গুনাহ কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এ কথা উল্লেখ করা হয়নি যে, কেবল এ সাতটি গুনাহই কবীরা গুনাহ, আর কোন কবীরা গুনাহ নেই।

এ কারণেই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- কবীরা গুনাহ সাত হতে সত্তর পর্যন্ত– (তাবারী বিশুদ্ধ সনদে)। ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন, উক্ত হাদীসে কবীরা গুনাহের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করা হয়নি।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহঃ) বলেন, কবীরা গুনাহ হল ঃ যে সব গুনাহের কারণে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক শাস্তির বিধান আছে এবং আখিরাতে শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, যে সব গুনাহের কারণে হাদীস ও কুরআনে ঈমান চলে যাওয়ার হুমকি বা অভিশাপ ইত্যাদি এসেছে তাকেও কবীরা গুনাহ বলে।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার ফলে কোন কবীরা গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। আবার একই ছগীরা গুনাহ বার বার করার কারণে তা ছগীরা (ছোট) গুনাহ থাকে না।

ওলামায়ে কেরাম কবীরা গুনাহের সংখ্যা সত্তরটির অধিক বলে উল্লেখ করেছেন।

১নং কবীরা গুনাহ

الشرك بالله

আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা

শিরক দুই প্রকার ঃ

১. শিরকে আকবার, আল্লাহর সাথে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর ইবাদত করা। অথবা যে কোন প্রকারের ইবাদতকে গাইরুল্লাহর জন্য নিবেদন করা যেমন- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে প্রাণী জবেহ করা ইত্যাদি।

যদি কোন ব্যক্তি ইবাদতের কিছু অংশে গাইরুল্লাহকে শরীক করার মুহূর্তে আল্লাহর ইবাদত করে তবুও তা শিরক।

দলীল ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ *(النساء : ٤٨)

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না। তবে শিরক ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।" (নিসা ঃ ৪৮)

২. শিরকে আসগার বা ছোট শিরক ঃ রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানোর জন্য আমল করা ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ * الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ * الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ *
(الماعون : ٤-٦)

"অতএব দুর্ভোগ সে সব মুসল্লীর, যারা তাদের সালাত সম্পর্কে বে-খবর। যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে।" (মাউন ঃ ৪-৬)

রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ বলেন ঃ

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِيَ فِيْهِ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ. (رواه مسلم وابن ماجه)

"আমি অংশীদারদের অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন কাজ করে আর ঐ কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি ঐ ব্যক্তিকে তার শির্কের সাথে ছেড়ে দেই।" (মুসলিম, ইবনে মাজা)

২নং কবীরা গুনাহ
قتل النفس মানুষ হত্যা করা

আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا * يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا * اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا *

(الفرقان : ٦٨-٧٠)

"এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যারা এসব কাজ করে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামত দিবসে তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং লাঞ্ছিত অবস্থায় সেথায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু তারা নয় যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে।" (আল ফোরকান ঃ ৬৮-৭০)

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। আর যারা হত্যা করে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং শরীয়ত অনুমোদিত কারণ ছাড়া মানুষ হত্যা করা কবীরা গুনাহ।

৩নং কবীরা গুনাহ
السحر যাদু

আল্লাহ বলেন ঃ

وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ * (البقرة : ١٠٢)

"কিন্তু শয়তানেরা কুফরী করে মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত।" (বাকারা ঃ ১০২)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. (رواه البخاري ومسلم)

"তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ঐ ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলি কি? তিনি জবাবে বলেন- (১) আল্লাহর সাথে শিরক করা, (২) যাদু করা, (৩) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, (৬) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা (৭) সতী সাধ্বী মু'মিন মহিলাকে অপবাদ দেয়া।"

(বুখারী, মুসলিম)

৪নং কবীরা গুনাহ

ترك الصلاة সলাত ত্যাগ করা

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا * اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا * (مريم : ٥٩-٦٠)

"তাদের পর আসলো (অপদার্থ) বংশধর। তারা সালাত নষ্ট করল ও লালসার বশবর্তী হল, সুতরাং তারা অচিরেই কু-কর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু তারা নয় যারা তওবা করে, ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে।"

(মারইয়াম ঃ ৫৯-৬০)

হাদীসে বর্ণিত রাসূল ﷺ এরশাদ করেন-

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةَ. (مسلم)

"কোন মু'মিন ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল সালাত ত্যাগ করা।" (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. (أحمد)

"আমাদের ও তাদের মধ্যে পার্থক্য হল সালাত; যে তা পরিত্যাগ করল সে কাফির হয়ে গেল।" (আহমদ)

৫নং কবীরা গুনাহ

منع الزكوة যাকাত আদায় না করা

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ * (ال عمران : ١٨٠)

"আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে। এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করবে সে সকল ধন সম্পদ কিয়ামতের দিনে তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে।" (আল-ইমরান ঃ ১৮০)

৬নং কবীরা গুনাহ

إفطار يوم من رمضان بلا عذر

সঙ্গত কারণ ছাড়া রমযানের সওম ভঙ্গ করা বা না রাখা

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (متفق عليه)

"ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (১) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, (২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা, (৩) যাকাত দেয়া, (৪) হজ্জ করা, (৫) রমযান মাসের সওম রাখা।" (বুখারী)

৭নং কবীরা গুনাহ

ترك الحج مع القدرة عليه

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন ঃ

وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ * (ال عمران : ٩٧)

"আর এ ঘরের হজ্জ করা সে সকল মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য যারা সেথায় যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। আর যে প্রত্যাখ্যান করবে সে জেনে রাখুক আল্লাহ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন।" (আল-ইমরান ঃ ৯৭)

৮নং কবীরা গুনাহ

عقوق الوالدين মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّوْرِ.
(متفق عليه)

"আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ কি তা বলে দিব না? আর তা হল আল্লাহর সাথে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা।" (বুখারী, মুসলিম)

৯নং কবীরা গুনাহ

هجر الأقارب وتقطيع الأرحام

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং নিকট আত্মীয়দের পরিত্যাগ করা

আল্লাহ বলেন ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْآ

أَرْحَامَكُمْ * أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ *

(محمد : ٢٢-٢٣)

"ক্ষমতা লাভের পর সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিহীন করেন।" (মুহাম্মদ ঃ ২২-২৩)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لَا يَدْخُل الْجَنَّة قَاطِعُ رحم. (متفق عليه)

"আত্মীয়তা ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।" (বুখারী, মুসলিম)

১০নং কবীরা গুনাহ

الزنا ব্যভিচার করা

আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا * (الإسراء : ٣٢)

"তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ ও অতি মন্দ পথ।" (ইসরা ঃ ৩২)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ

إذَا زَنىٰ الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيْمَانُ فَكَانَ عَلَىٰ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا أَقْلعَ رَجَعَ إلَيْهِ. (رواه أبو داود والحاكم صحيح الجامع)

"যখন কোন মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তার থেকে ঈমান বের হয়ে যায়। ঈমান তার মাথার উপর ছায়ার মত অবস্থান করে। যখন সে বিরত থাকে ঈমান আবার ফিরে আসে।" (আবূ দাউদ, সহীহ আল জামে)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

كُتِبَ عَلَىٰ ابْنِ آدم نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَة. فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ والأذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعَ وَاللِّسَانَ زِنَاهُ الكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ

وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَاوَالْقَلْبُ يَهْوِيْ وَيَتَمَنّٰى وَيَصْدُقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ وَيَكْذِبُهُ.
(رواه مسلم)

"আদম সন্তানের উপর ব্যভিচারের কিছু অংশ লিপিবদ্ধ হয়েছে সে অবশ্যই তার মধ্যে লিপ্ত হবে। তার দুই চক্ষুর ব্যভিচার হল দৃষ্টি এবং তার দুই কানের ব্যভিচার শ্রবণ, মুখের ব্যভিচার কথা বলা, হাতের ব্যভিচার স্পর্শ ও পায়ের ব্যভিচার হল পা বাড়ানো আর অন্তরে ব্যভিচারের আশা ও ইচ্ছার সঞ্চার হয়, অবশেষে লজ্জাস্থান একে সত্যে অথবা মিথ্যায় পরিণত করে।"
(মুসলিম)

১১নং কবীরা গুনাহ

اللواط وإتيان المرأة في الدبر

পুং মৈথুন এবং স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করা

আল্লাহ বলেন ঃ

وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْ تُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ * اِنَّكُمْ لَتَاْ تُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ * (الاعراف : ٨٠-٨١)

"এবং লূতকেও পাঠিয়েছিলাম, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, "তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী বাদ দিয়ে পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।" (আ'রাফ ঃ ৮০-৮১)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

مَنْ وَجَدْ تُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَ الْمَفْعُوْلَ.
(أبو داؤد، بسند صحيح)

"তোমরা কাউকে লূত সম্প্রদায়ের কাজ (সমকাম) করতে দেখলে যে করে এবং যার সাথে করা হয় উভয়কে হত্যা করো।" (আবু দাউদ, সহীহ সনদে)

রাসূল ﷺ আরো বলেন-

لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ إلٰى رَجُلٍ أتٰى رَجُلاً أوْ إمْرَأةً فِيْ الدُّبُرِ. (الترمذي، صحيح الجامع)

"আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দিবেন না, যে কোন পুরুষের সাথে

সমকামিতায় লিপ্ত হয় অথবা কোন মহিলার পিছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করে।" (তিরমিযী, সহীহ আল জামে)

১২নং কবীরা গুনাহ

أكل الربا সুদ খাওয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ * (البقرة : ٢٧٥)

"যারা সুদ খায় তারা দাঁড়াবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দেয়।" (বাকারা ঃ ২৭৫)

রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন ঃ

الرِّبَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وإِنَّ أَرْبٰى الرِّبٰى عَرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ. (رواه الحاكم- صحيح الجامع)

"সুদের গুনাহের ৭৩টি স্তর রয়েছে। তার সর্বনিম্ন স্তরের উদাহরণ হলো আপন মায়ের সাথে অপকর্ম করা। আর সর্বোচ্চ স্তর হলো কোন মুসলমানের ইজ্জত সম্ভ্রম হরণ করা।" (হাকেম, সহীহ আল জামে)

১৩নং কবীরা গুনাহ

أكل مال اليتيم এতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা

আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا * (النساء : ١٠)

"যারা এতীমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্তরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।" (নিসা ঃ ১০)

১৪নং কবীরা গুনাহ

الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যা আরোপ করা

আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ *

(الزمر : ٦٠)

"যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে কিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কাল দেখবেন।" (যুমার ঃ ৬০)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ. (البخاري)

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে সে যেন তার অবস্থান জাহান্নামে করে নেয়।" (বুখারী)

হাসান (রহঃ) বলেন ঃ "স্মরণ রাখতে হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেননি তা হারাম করল, আর যা হালাল বলেননি তা হালাল বলল, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করল এবং কুফরী করল।"

১৫নং কবীরা গুনাহ

الفرار من الزحف যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ بِئْسَ الْمَصِيْرُ *

(الأنفال : ١٦)

"আর যে ব্যক্তি লড়াইয়ের ময়দান হতে পিছু হটে যাবে সে আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তন করতে কিংবা নিজ সৈন্যদের নিকট স্থান নিতে আসে সে ব্যতীত।" (আনফাল ঃ ১৬)

বর্তমান যুগে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মুসলমানরা শুধু যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নই করে না বরং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে কোন অংশই নিতে চায় না। আল্লাহ্ আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

১৬নং কবীরা গুনাহ

غش الإمام للرعية وظلمه لهم

শাসক ব্যক্তি কর্তৃক প্রজাদেরকে ধোঁকা দেয়া এবং তাদের উপর অত্যাচার করা

আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ * (الشورى : ٤٢)

"শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (শূরা ঃ ৪২)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. (رواه مسلم)

"যে আমাদের ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (মুসলিম)

রাসূল ﷺ আরো বলেন ঃ

اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (متفق عليه)

"অত্যাচার কিয়ামতের দিন চরম অন্ধকার হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

أَيُّمَا رَاعٍ غَشَّ رَعِيَّتَهُ فَهُوَ فِيْ النَّارِ. (ابن عساكر. صحيح الجامع)

"যে শাসক তার অধীনস্থদের ধোঁকা দেয়, তার ঠিকানা জাহান্নাম।"
(ইবনে আসাকির, সহীহ আল জামে)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ دُوْنَ خُلَّتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ وَفَاقَتِهِمْ اِحْتَجَبَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دُوْنَ خَلَّتِهِ وَ فَاقَتِهِ.
(رواه أبو داؤد والترمذي، وابن ماجة، صحيح الجامع)

"যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব পান, অতঃপর সে তাদের অভাব-অনটন ও প্রয়োজনের সময় নিজেকে গোপন করে রাখে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার অভাব দূরকরণের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন না।" (আবু দাউদ)

বর্তমানে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ আমরা আমাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করি। আর বাতিলের ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চুপ, নির্বিকার এবং অন্যায়ের কোন প্রতিকার নেই।

১৭নং কবীরা গুনাহ

الكبر والفخر والعجب والتيه

গর্ব, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, হট-ধর্মিতা

আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ * (النحل : ٢٣)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" (নাহল ঃ ২৩)

যে ব্যক্তি সত্যের বিরুদ্ধে অহংকার করে তার ঈমান তার কোন উপকার করতে পারে না। ইবলীস-এর অবস্থা এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ؟ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ. (رواه مسلم)

"যার অন্তরে এক বা বিন্দু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জনৈক ব্যক্তি বললেন, কোন ব্যক্তি চায় তার জামা-কাপড়, জুতা-সেন্ডেল সুন্দর হোক তাহলে এটাও কি অহংকার? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। (অর্থাৎ এগুলি অহংকারের অন্তর্ভুক্ত নয়) অহংকার হলো সত্যকে গোপন করা আর মানুষকে অবজ্ঞা করা।" (মুসলিম)

আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ * (لقمان : ١٨)

"অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে অহংকারের সাথে পদচারণা করো না। কখনো আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" (লোকমান ঃ ১৮)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : اَلْعَظْمَةُ إِزَارِيْ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ فَمَنْ نَازَعَنِيْ فِيْهِمَا أَلْقَيْتُهُ فِيْ النَّارِ . (مسلم)

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ "মহত্ব আমার পরিচয় আর অহংকার আমার চাদর, যে ব্যক্তি এ দু'টি নিয়ে টানা হেচঁড়া করবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।" (মুসলিম)

১৮নং কবীরা গুনাহ

شهادة الزور মিথ্যা সাক্ষী দেয়া

আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ * (الفرقان : ٧٢)

"তারা মিথ্যা ও বাতিল কাজে যোগদান করে না।" (আল-ফুরকান ঃ ৭২)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ الإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّوْرِ. (متفق عليه)

"আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে অবগত করব না? তা হল আল্লাহর সাথে শিরক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা।" (বুখারী ও মুসলিম)

১৯নং কবীরা গুনাহ

شرب الخمر মাদকদ্রব্য সেবন

আল্লাহ বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ * (المائدة : ٩٠)

"হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক- যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।" (মায়েদা ঃ ৯০)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ. (مسلم)

"প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্য হল মদ আর সকল প্রকার মদ হারাম।" (মুসলিম)

لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُتَبَائِعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ وَأٰكِلَ ثَمَنِهَا. (أبو داؤد والحاكم)

"আল্লাহ মদ পানকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা, প্রস্তুতকারী, বহনকারী এবং টাকা গ্রহণকারী সবাইকে অভিশাপ করেছেন।" (আবু দাউদ, হাকেম)

২০নং কবীরা গুনাহ

القمار জুয়া খেলা

আল্লাহ বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ * (المائدة : ٩٠)

"হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক- যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।" (মায়েদা ঃ ৯০)

২১নং কবীরা গুনাহ

قذف المحصنات

সতী সাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া

আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ * (النور : ٢٣)

"যারা সতী সাধ্বী ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"

(আন-নূর ঃ ২৩)

কোন সতী সাধ্বী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়াকে কযফ (قذف) বলে।

২২নং কবীরা গুনাহ

الغلول من الغنيمة গনীমতের মালে খেয়ানত করা

যে ব্যক্তি গনীমতের মাল পাওনাদারদের মধ্যে বণ্টনের পূর্বে কোন কিছু আত্মসাৎ করে, সে কিয়ামতের দিন ঐ সম্পদকে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত হবে।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ * (ال عمران : ١٦١)

"আর যে ব্যক্তি গনীমতের মালে খেয়ানত করল সে কিয়ামতের দিবসে সেই খেয়ানতকৃত বস্তু বহন করে উপস্থিত হবে।" (আল-ইমরান ঃ ১৬১)

২৩নং কবীরা গুনাহ

السرقة চুরি করা

আল্লাহ বলেন ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْآ اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ * (المائدة : ٣٨)

"যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও এটা তাদের কৃতকর্মের ফল ও আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড; আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়।" (মায়েদা ঃ ৩৮)

২৪নং কবীরা গুনাহ

قطع الطريق ডাকাতি করা

অর্থাৎ মানুষের সম্পদ ছিনতাই এবং চুরি করা অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের পিছু নিয়ে তাদের ইজ্জত-সম্ভ্রম বিনষ্ট করা এবং তাদের উপর হামলা করা।

আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ * (المائدة : ٣٣)

"আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।" (মায়েদা ঃ ৩৩)

২৫নং কবীরা গুনাহ

اليمين الغموس মিথ্যা শপথ করা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْطَعُ بِهَا مَالَ إمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. (البخاري)

"যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে এবং তা দ্বারা কোন মুসলমানের সম্পদকে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত।" (বুখারী)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

اَلْكَبَائِرُ : الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ. (البخاري)

"কবীরা গুনাহ হল আল্লাহর সাথে শরীক করা। মাতা-পিতার নাফরমানী করা, হত্যা করা ও মিথ্যা শপথ করা।" (বুখারী)

২৬নং কবীরা গুনাহ

الظلم যুলুম; অত্যাচার করা

যুল্ম বিভিন্নভাবে হতে পারে। মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা, অন্যায়ভাবে প্রহার করা, গালি দেয়া, তাদের উপর বাড়াবাড়ি করা, দুর্বলদের উপর চড়াও হওয়া ও অন্যান্য যে সকল কাজে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা সবই যুলুম।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ * (الشعراء : ٢٢٧)

"অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়।" (শুয়ারা ঃ ২২৭)

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন ঃ

اِتَّقُوْا الظُّلْمَ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (مسلم)

"তোমরা যুল্ম করা থেকে বেঁচে থাক, কারণ যুল্ম কিয়ামতের দিন গভীর অন্ধকারে পরিণত হবে।" (মুসলিম)

২৭নং কবীরা গুনাহ

المكاس চাঁদাবাজী ও অন্যায় টোল আদায়

বাস্তবিকপক্ষে এটি এক ধরনের ডাকাতি, কারণ এতে মানুষের উপর এক ধরনের জরিমানা নির্ধারণ করা হয়। চাঁদা উসূলকারী, লেখক এবং গ্রহণকারী গুনাহের মধ্যে সমানভাবে শামিল। এরা সবাই হারাম ভক্ষণকারী। চাঁদাবাজ মূলত যুলুমের বড় সহযোগী শুধু তাই নয় বরং সে যুলুমকারী ও অত্যাচারী।

আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ * (الشورى : ٤٢)

"ব্যবস্থা নেয়া হবে শুধু তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (শুরা ঃ ৪২)

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন ঃ

أتدرون من المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطايا هم فطرحت عليه ثم طرح في النار. (رواه مسلم)

"তোমরা কি জান প্রকৃত অসহায় কে? আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত অসহায় ঐ ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন অনেক সালাত, সওম, যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। তবে সে দুনিয়াতে কাউকে গাল-মন্দ করেছে, মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কাউকে হত্যা করেছে অথবা কাউকে প্রহার করেছে। কিয়ামতের দিন এ ব্যক্তির নেক আমল বা ছওয়াব তাদের (তার দ্বারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে) দেয়া হবে। যদি তার নেক আমলের ছওয়াব পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করার পূর্বেই শেষ হয়ে যায় তখন তাদের গুনাহগুলিকে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (মুসলিম)

২৮নং কবীরা গুনাহ

أكل الحرام وتناوله على أي وجه كان

হারাম খাওয়া, তা যে কোন উপায়ে হোক না কেন

আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ * (البقرة : ١٨٨)

"তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।" (বাকারা ঃ ১৮৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. (رواه مسلم، أحمد، الترمذي)

"কোন ব্যক্তি দীর্ঘপথ অতিক্রম করলো, বিক্ষিপ্ত চুল, ধূলা-বালিযুক্ত শরীর, দুই হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে দোয়া করতে থাকে আর বলতে থাকে ঃ হে প্রভু! হে প্রভু!" অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোষাক হারাম এবং হারাম দ্বারা শক্তি সঞ্চার করা হয়েছে। তাহলে কিভাবে তার দোয়া কবুল করা হবে?" (মুসলিম, আহমদ, তিরমিজী)

২৯নং কবীরা গুনাহ

الانتحار আত্মহত্যা করা

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا * وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا * (النساء : ٢٩-٣٠)

"তোমরা নিজেদের হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন কিংবা যুল্মের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।" (নিসা ঃ ২৯-৩০)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردي في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. (مسلم)

"যে ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র দ্বারা নিজেকে হত্যা করে সে উক্ত অস্ত্র দ্বারা দোযখের আগুনে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে। সে চিরদিন এই জাহান্নামে অবস্থান করবে। যে বিষ পান করে নিজেকে হত্যা করল সে চিরদিন জাহান্নামে অবস্থানকালে বিষাক্ত জিনিস পান করতে থাকবে। এবং যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে পড়ে নিজেকে হত্যা করবে সেও চিরদিন জাহান্নামে অবস্থান করবে এবং পাহাড় থেকে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে।" (মুসলিম)

৩০নং কবীরা গুনাহ

الكذب في غالب أقواله

অধিকাংশ সময় মিথ্যা বলা

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন ঃ

وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. (متفق عليه)

"মিথ্যা পাপাচারের দিকে পথ দেখায়। আর পাপাচার জাহান্নামে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে থাকলে আল্লাহর নিকট মিথ্যুক হিসাবে তার নাম লেখা হয়।" (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহ বলেন ঃ

فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ * (ال عمران : ٦١)

"এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত যারা মিথ্যাবাদী।" (আল-ইমরান ঃ ৬১)

৩১নং কবীরা গুনাহ

الحكم بغير ما أنزل الله

মানব রচিত বিধানে দেশ পরিচালনা ও বিচার ফয়সালা করা

আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ * (المائدة : ٤٤)

"এবং যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে বিচার কার্য পরিচালনা করে না তারা কাফের।" (মায়েদা ঃ ৪৪)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ * (المائدة : ٤٥)

"এবং যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে বিচার কার্য পরিচালনা করে না তারা জালেম।" (মায়েদা ঃ ৪৫)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ * (المائدة : ٤٧)

"যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে বিচার কার্য পরিচালনা করে না তারা ফাসেক।" (মায়েদা ঃ ৪৭)

৩২নং কবীরা গুনাহ

أخذ الرشوة على الحكم

বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ করা

আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا
فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ * (البقرة : ١٨٨)

"তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণের নিকট পেশ করো না।" (বাকারা ঃ ১৮৮)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي. (أحمد)

"আল্লাহ্ তা'আলা ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়ের উপর অভিশাপ করেছেন।" (আহমদ)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

من شفع لأَخِيْه شَفَاعَة فأهدىٰ لَه هدية فَقَبلَها مِنْه فَقَد أتى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ أبْوَابِ الرِّبَا. (أحمد، صحيح الجامع)

"যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য কোন বিষয় সুপারিশ করে, পরে তার জন্য হাদিয়া বা উপঢৌকন প্রেরণ করা হল, সে তা গ্রহণ করল তাহলে উক্ত ব্যক্তি এক মারাত্মক ধরনের সুদের দ্বারে প্রবেশ করল।" (আহমদ, সহীহ আল জামে)

৩২নং কবীরা গুনাহ

تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء

মহিলা পুরুষের বেশ ধারণ করা এবং পুরুষ মহিলার বেশ ধারণ করা

রাসূলে করীম ﷺ বলেন ঃ

لعَنَ اللّٰهُ الْمُتَشَبهات مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ.

(رواه أحمد، صحيح الجامع)

"আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষের বেশ ধারণকারিণী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন এবং মহিলাদের বেশ ধারণকারী পুরুষের উপর অভিশাপ করেছেন।" (আহমদ, সহীহ আল জামে)

৩৪নং কবীরা গুনাহ

الديوث المستحسن على أهله والقواد الساعي بين الاثنين لفساد

আপন স্ত্রীকে ব্যভিচারে সুযোগ দেয়া এবং দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করতে প্রচেষ্টা চালানো

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

ثَلاَثَة قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالعَاقُّ والدَّيُّوْثُ الَّذِيْ يُقِرُّ فِيْ أَهْلِهِ الْخَبَثَ. (رواه أحمد، صحيح الجامع)

"তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন, (১) যে মদ তৈরী করে (২) যে মাতা-পিতার নাফরমানী করে (৩) ঐ চরিত্রহীন ব্যক্তি যে নিজ স্ত্রীকে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার করতে সুযোগ দেয়।" (আহমদ, সহীহ আল জামে)

দাইউস ঐ ব্যক্তিকে বলে যে তার স্ত্রী অশ্লীল কাজ বা ব্যভিচার করলে সে ভাল মনে করে গ্রহণ করে অথবা প্রতিবাদ না করে চুপ থাকে।

৩৫নং কবীরা গুনাহ

المحلل والمحلل له

হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা হয় উভয়ে গুনাহগার

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ. (رواه أحمد)

"হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা হয় উভয়ের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।" (আহমাদ)

এর ব্যাখ্যা হল ঃ কেউ কারো তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে এ শর্তে বিবাহ করে যে, সে সহবাস করে আবার তালাক দিয়ে দিবে, যাতে প্রথম স্বামী পুনরায় বিবাহ করতে পারে, এই ব্যক্তিকে মুহাল্লিল বা হালালকারী বলে।

৩৬নং কবীরা গুনাহ

عدم التنزه من البول পেশাব থেকে বেঁচে না থাকা

এটা খ্রীষ্টানদের অভ্যাস

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

مر النبي ﷺ بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.

(البخاري ومسلم)

"নবী কারীম ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন এবং বলেন, এ দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কোন বড় বড় ধরনের কাজের জন্যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজনের অভ্যাস ছিল সে প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করতো না। আর অন্যজন মানুষের এক জনের দোষ অন্যের কাছে বলে বেড়াত।" (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ (المدثر : ٤) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *

"এবং তোমার কাপড়কে তুমি পবিত্র কর।" (মুদ্দাস্‌সির ঃ ৪)

অতএব, আপনাদের কাপড়েও শরীরে যেন পেশাব না জড়ায়। যদি কোন কারণে জড়িয়েও যায় তাহলে তা সাথে সাথে পবিত্র করে নিবেন।

আমরা আমাদের নিজের জন্য ও আপনাদের জন্য এই বিপদ হতে মহান আল্লাহর দয়া ও রহমতের দ্বারা পরিত্রাণ কামনা করছি।

৩৭নং কবীরা গুনাহ

من وسم دابة في الوجه

চতুষ্পদ জন্তুর চেহারা বিকৃতি করা

নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها.

(رواه أبو داؤد، صحيح الجامع)

"তোমাদের নিকট কি পৌঁছে নাই যে, যে ব্যক্তি চতুষ্পদ জন্তুর চেহারা বিকৃত করে অথবা চেহারার উপর আঘাত করে আমি তার উপর অভিশাপ করছি।" (আবু দাউদ, সহীহ আল জামে)

৩৮নং কবীরা গুনাহঃ

التعلم للدنيا وكتمان العلم

দুনিয়াবী স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা এবং সত্যকে গোপন করা

আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ * اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَ بَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ *

(البقرة : ١٦٠-١٥٩)

"আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাদের অভিসম্পাত দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদের অভিশাপ দেয়। কিন্তু যারা তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। তাদেরই প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"(বাকারা ঃ ১৫৯-১৬০)

রাসূলে কারীম ﷺ এরশাদ করেন ঃ

من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. (رواه ابن ماجه، صحيح الجامع)

"যে ব্যক্তি জ্ঞানীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করার লক্ষ্যে অথবা মূর্খের সাথে বিতর্কের জন্যে অথবা মানুষের দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।" (ইবনে মাজা, সহীহ আল জামে)

রাসূলে কারীম ﷺ বলেন ঃ

من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. (أبو داود، صحيح الجامع)

"যে ব্যক্তি দ্বীনি এলেম শিক্ষা করল ধন সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।" (আবু দাউদ, সহীহ আল জামে)

৩৯নং কবীরা গুনাহ

الخيانة খিয়ানত করা

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

يَـاَ يُّهَـا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْآ اَمٰنٰـتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ * (الأنفال : ٢٧)

"ঈমানদারগণ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং জেনে শুনে নিজেদের পারস্পরিক আমানতের খেয়ানত করো না।" (আনফাল ঃ ২৭)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. (رواه أحمد، صحيح الجامع)

"যার আমানতদারী নাই তার ঈমান নাই, আর যার প্রতিজ্ঞা পূরণ নাই তার দ্বীন নাই।" (আহমদ, সহীহ আল জামে)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا ائتمن خان ....

(رواه البخاري ومسلم)

"চারটি দোষ যার মধ্যে পাওয়া যাবে সেই হবে প্রকৃত মুনাফেক। আর যার মধ্যে এর কোন একটি পাওয়া যাবে তার মধ্যে নিফাকের একটি দোষ পাওয়া গেল যতক্ষণ না সে ঐ দোষ বর্জন করবে (১) যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় সে খিয়ানত করে।" (বুখারী, মুসলিম)

৪০নং কবীরা গুনাহ

المنان খোঁটা দেয়া

আল্লাহ বলেন ঃ

يـٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَـنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى * (البقرة : ٢٦٤)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করো না।" (বাকারা ঃ ২৬৪)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ المسبل إزاره والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الكذب. (رواه مسلم)

"তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কোন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি দিবেন না, তাদেরকে গুনাহ হতে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১) যে ব্যক্তি পরিধেয় কাপড় টাখ্‌নু-গিরার নীচে ঝুলিয়ে দেয়, (২) খোঁটাদানকারী, যে কোন কিছু দান করে খোঁটা দেয়, (৩) যে মিথ্যা শপথ করে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে।" (মুসলিম)

৪১নং কবীরা গুনাহ

التكذيب بالقدر তাকদীরকে অস্বীকার করা

রাসূলে কারীম ﷺ এরশাদ করেন ঃ

لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأرضيه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لرجل أحد أو مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله لا يقبله الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وإنك إن مت على غير هذا أدخلت النار.

(كتاب السنة للحافظ ابن أبي عاصم الشيباني، بإسناد صحيح)

"যদি আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনের সকল অধিবাসীকে আযাব দেন তাহলে তার আযাব দেয়াটা কোন প্রকার অন্যায় হবে না। আর যদি দয়া করেন তবে তা তাদের আমলের তুলনায় অনেক বেশী হবে। যদি কোন ব্যক্তির নিকট ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে এবং তা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে আল্লাহ্ তার এ দান বিন্দু পরিমাণও গ্রহণ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে। আর এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, কোন ব্যক্তি সঠিক কাজ করল সে তা তকদীর অনুযায়ী করেছে এটা ভুল করা তার জন্য নির্ধারিত ছিল না। আর যা সে ভুল করল এটা সঠিকভাবে করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যদি তুমি এ বিশ্বাসের বাইরে মৃত্যু বরণ কর তবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

(সহীহ্, কিতাবুস্ সুন্নাহ ঃ ইবনে আবী আসিম আশ-শায়বানী)

৪২নং কবীরা গুনাহ

المتسمع على الناس ما يسرونه

মানুষের নিকট অন্যের গোপন তথ্য ফাঁশ করা

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَجَسَّسُوا * (الحجرت : ١٢)

"তোমরা মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজে বেড়াবে না।" (হুজরাত ঃ ১২)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الانك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ ومن تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل.

(أخرجه البخاري)

"যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের লোকের কথা শ্রবণ করার চেষ্টা করে তাদের অনিচ্ছা, অপছন্দ সত্ত্বেও কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত শিশা ঢালা হবে, আর যে ব্যক্তি কোন জীবজন্তুর ছবি অংকন করে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। তাকে বলা হবে তুমি এ ছবিতে প্রাণ সঞ্চার কর কিন্তু সে পারবে না।

আর যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন বর্ণনা করল যা সে দেখেননি তাকে শাস্তি হিসেবে দু'টি যবের দানাকে একত্রে জোড়া লাগাতে বলা হবে। কিন্তু তা সে মোটেই পারবে না।" (বুখারী)

৪৩নং কবীরা গুনাহ

النميمة পরনিন্দা করা

আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ * هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ * (القلم : ١٠-١١)

"যে বেশী শপথ করে এবং যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে আপনি তার আনুগত্য করবেন না।" (কলম ঃ ১০-১১)

নমীমাহ বলা হয়, যে ব্যক্তি একের কথা অপরের নিকট বলে বেড়ায় পারস্পরিক ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল ﷺ দু'টি কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বললেন, এ কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে কোন বিরাট ব্যাপারে নয়, তাদের একজন এমন ব্যক্তি যে একের কথা অন্যের নিকট লাগাতো। (বুখারী)

৪৪নং কবীরা গুনাহ

اللعن অভিশাপ করা

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. (رواه البخاري)

"মুসলমানদের অভিশাপ করা অন্যায় এবং তাকে হত্যা করা কুফর।" (বুখারী)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. (رواه أبو داود، صحيح الجامع)

"কোন লোক যখন অন্য কাউকে অভিশাপ করে তখন অভিশাপটি আকাশে উঠতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার জন্য আকাশের দরজাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর যমীনের দিকে অবতরণ করে। কিন্তু জমিনের দরজাগুলিও বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর অভিশাপটি ডানে বামে ঘুরতে থাকে। কোথাও যাওয়ার সুযোগ না পেয়ে যার উপর অভিশাপ করা হল তার নিকট যায়। যদি সে অভিশাপের উপযুক্ত হয়। অন্যথায় অভিশাপকারীর উপর প্রত্যাবর্তন করে।" (আবু দাউদ, সহীহ আল জামে)

যে কারণেই হোক কোন মুসলিম ভাইয়ের উপর অভিশাপ করা সম্পূর্ণ হারাম। খারাপ দোষে দুষ্ট ব্যক্তিদের উপর তাদের দোষ উল্লেখ করে অভিশাপ করা যায়। যেমন, অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, প্রাণীর ছবি অংকনকারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ ইত্যাদি।

৪৫নং কবীরা গুনাহ

الغدر وعدم الوفاء بالعهد

গাদ্দারী করা, ওয়াদা পালন না করা

রাসূলে কারীম ﷺ বলেন ঃ

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. (رواه البخاري)

"চারটি দোষ যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফেক হবে। আর যার মধ্যে এর একটি পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফেকের একটি চরিত্র পাওয়া গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত যে উক্ত অভ্যাস ত্যাগ না করে। যখন আমানত রাখা হয় সে খেয়ানত করে আর যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন প্রতিজ্ঞা করে তখন গাদ্দারী করে আর যখন ঝগড়া করে তখন গালি দেয়।" (বুখারী)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

لكل غادر لواء يوم القيامة، يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. (رواه مسلم)

"প্রত্যেক ওয়াদা ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন একটি নিদর্শন থাকবে তার গাদ্দারীর পরিমাণ অনুযায়ী তাকে উচ্চ করা হবে। তবে জনগণের সাথে প্রতারণাকারী শাসকের চেয়ে বড় গাদ্দার আর কেউ হবে না।" (মুসলিম)

৪৬নং কবীরা গুনাহ

تصديق الكاهن والمنجم

গণক ও জ্যোতির্বিদদের বিশ্বাস করা

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.

(رواه أحمد والحاكم، صحيح الجامع)

"যে ব্যক্তি গণক বা জ্যোতিষীর নিকট আসলো এবং তারা যা বললো তা সত্য বলে গ্রহণ করলো সে মূলতঃ মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে তাকেই অস্বীকার করলো।" (আহমদ, হাকেম, সহীহ আল-জামে)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.(رواه مسلم)

"যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট আসলো তারপর তাকে ভাগ্য সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করল চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবুল হবে না।" (মুসলিম)

৪৭নং কবীরা গুনাহ

نشوز المرأة على زوجها স্বামীর অবাধ্য হওয়া

আল্লাহ বলেন ঃ

وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا * (النساء : ٣٤)

"আর তাদের স্ত্রীদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা অনুগত হয়ে যায় তবে তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবার উপরে শ্রেষ্ঠ।" (নিসা ঃ ৩৪)

রাসূলে কারীম ﷺ এরশাদ করেন ঃ

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. (رواه البخاري)

"যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে আর স্ত্রী অস্বীকার করার ফলে স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে তখন ঐ স্ত্রীর উপর ফেরেশতারা সারা রাত্র অভিশাপ করতে থাকে।" (বুখারী)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه.

(رواه أحمد، صحيح الجامع)

"যদি তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করার আদেশ দিতাম তাহলে নারীদের প্রতি আদেশ দিতাম তারা যেন তাদের স্বামীদের সেজদা করে। ঐ সত্তার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জীবন, মহিলারা ঐ পর্যন্ত আল্লাহর হক আদায় করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বামীর হক আদায় না করে, এমনকি স্বামী যদি যাত্রা পথে ঘোড়ার পৃষ্ঠেও তাকে আহ্বান করে তখনও তাকে বাধা না দেয়।" (আহমদ, সহীহ আল জামে)

সুতরাং মহিলাদের কর্তব্য, তারা সর্বাবস্থায় স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হবে এবং তার অসন্তুষ্টি হতে বেঁচে থাকবে, কখনো স্বামীকে জৈবিক চাহিদা পূরণে বাধা দেবে না। তবে যদি শরয়ী কোন আপত্তি থাকে তবে যেমন- হায়েয, নেফাস অথবা ফরয সওম ইত্যাদি, অবস্থায় শুধু সহবাস হতে নিষেধ করতে পারে। মহিলাদের জন্য কর্তব্য হল সর্বদা স্বামীর নিকট লজ্জাবতী হওয়া, তার আদেশের আনুগত্য করা, তার সকল প্রকার অপছন্দনীয় কাজ হতে বিরত থাকা।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. (متفق عليه)

"আমি জান্নাতে উকি মেরে দেখি, জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র এবং জাহান্নামে উকি মেরে দেখি, তার অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা।" (বুখারী, মুসলিম)

অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন, মহিলাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যের অভাব। স্বামীর অবাধ্যতা এবং পর্দাহীনতাই এর মূল কারণ।

মহিলারা যখন ঘর থেকে বের হয় তখন সর্বোচ্চ সুন্দর শাড়ী পরে বিশেষ সাজ-সজ্জা অবলম্বন করে যা মানুষকে ফিৎনায় পড়তে বাধ্য করে। সে নিজে নিরাপদে থাকলেও মানুষ তার থেকে নিরাপদ থাকে না।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. (الترمذي، صحيح الجامع)

"মহিলারা আবরণীয়। কিন্তু যখন তারা রাস্তায় বের হয় তখন শয়তান তাদেরকে মাথা উঁচু করে দেখে।" (তিরমিজী, সহীহ আল জামে)

রাসূল ﷺ বলেনঃ

المرأة عورة، وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. (الطبراني، صحيح الترغيب)

"মহিলারা হল আবরণীয়, তারা যখন ঘর হতে বের হয় তখন শয়তান তাদেরকে মাথা উঁচু করে দেখে। তারা যত বেশী ঘরের কোণে অবস্থান করবে ততই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে।" (তাবারানী, সহীহ আত-তারগীব)

রাসূল ﷺ বলেনঃ

ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. (مسلم)

"আমার পরে পুরুষদের উপর মহিলাদের মত ক্ষতিকর আর কোন ফিৎনা আমি রেখে যাইনি।" (মুসলিম)

রাসূল ﷺ আরো বলেন ঃ

لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، يوشك أن يفارقك إلينا.

(رواه أحمد والترمذي، صحيح الجامع)

"যখন কোন মহিলা দুনিয়াতে তার স্বামীকে কষ্ট দেয় তখন বেহেস্তে তার জন্য নির্ধারিত হুরগণ বলে আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক, তুমি তাকে কষ্ট দিওনা। কারণ সে তোমার সাময়িক স্বামী, অচিরেই তোমাকে ছেড়ে আমাদের নিকট এসে যাবে।" (আহমদ, তিরমিযী, সহীহ আল জামে)

মহিলাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ তার ঘরে অবস্থান করা। আল্লাহর ইবাদত, স্বামীর আনুগত্য, তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা, স্বামীর উপর কোন প্রকার বাড়াবাড়ি না করা এবং আপন চরিত্রে কোন প্রকার কলংক না জড়ানো।

উল্লিখিত প্রতিটি হাদীসে স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার যে কত বড় তাই বুঝানো হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করার কারণ, বর্তমানে এটি মহিলাদের জন্যে মহা প্রলয়ংকারী বিপদে পরিণত হয়েছে।

মূলতঃ এগুলি সবই কিছু সংখ্যক মুসলিম নারীদের আমেরিকা ও ইউরোপের বে-দ্বীন নগ্ন মেয়েদের অন্ধ অনুকরণেরই ফলাফল। তারা অত্যাধুনিক সাজ-সজ্জা গ্রহণ করতঃ দূর-দূরান্তের পথ ভ্রমণ করতে বের হয় এবং স্বামীর আনুগত্য করার প্রতি কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ তারা করে না। তাদের দেখে আমাদের মহিলারাও তাদের অনুসরণ করতে শুরু করেছে, এছাড়াও বর্তমান যুগে পুরুষদের অনেক কাজই মেয়েদের হাতে ন্যস্ত করা হচ্ছে।

আল্লাহর নিকট কামনা করি, তিনি মুমিন পর্দাশীল স্বামীর অনুগামী মহিলাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেন।

হে মুসলিম ভাইয়েরা! আপনাদের প্রতি আমার বিনীত উপদেশ এই যে, আপনারা এমন নারীদের বিবাহ করবেন যারা মুমিনা, পর্দানশীন, অনুগত, আপনার ধন সম্পদ রক্ষাকারিণী এবং সে পর্দাহীনভাবে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করে রাস্তায় বের হবে না। আর আপনাদের অনুকরণ করবে, কারণ একই নৌকার দুই মাঝি হলে তার ধ্বংস অনিবার্য।

যদি আপনার স্ত্রী মুমিনা ও অনুগত মহিলা হয় তাহলে আপনি হিতাকাঙ্খী হবেন, তার উপর কোন রকমের হঠকারিতা করবেন না।

রাসূলে কারীম ﷺ বলেন ঃ

استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. (رواه البخاري ومسلم)

"তোমরা মেয়েলোকদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তাদেরকে বাম পাঁজরের হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড় সবচেয়ে বাঁকা হয়, যদি তুমি সোজা করতে চেষ্টা কর ভেঙ্গে যাবে, আর যদি ছেড়ে দাও তাহলে সর্বদা বাঁকা থাকবে। সুতরাং তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করতে থাক।" (বুখারী, মুসলিম)

তাদের সাথে সৎ ব্যবহার হল, আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া এবং নিষেধ কাজগুলি হতে বিরত থাকতে আদেশ করা। এগুলি তাদেরকে জান্নাতের পথের দিকে নিয়ে যাবে।

৪৮নং কবীরা গুনাহ

التصوير في الثياب والحيطان والحجر وغيره

কাপড়, দেয়াল ও পাথর ইত্যাদিতে প্রাণীর ছবি আঁকা

নবী কারীম ﷺ বলেন ঃ

إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم : أحيوا ما خلقتم. (رواه البخاري ومسلم)

"যারা চিত্রাংকন করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। আর তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে তাদের আত্মা ও জীবন দান কর।" (বুখারী)

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

دخل علي رسول الله ﷺ وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه، وتلون وجهه، وقال : يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، قالت عائشة : فقطعناه وسادة أو وسادتين.

(رواه البخاري ومسلم)

"একদিন রাসূলে কারীম ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন ঘরের দরজায় এমন একটি পর্দা টানানো ছিল যার মধ্যে প্রাণীর ছবি আঁকা ছিল। তিনি দেখামাত্র পর্দাটি ছিড়ে ফেললেন ও তাঁর চেহারার বর্ণ লাল হয়ে গেল এবং বললেন, হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী শাস্তি দেয়া হবে ঐ সব লোকদের যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে কিছু তৈরী করে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি উক্ত পর্দা কেটে একটি অথবা দু'টি বালিশ তৈরী করি।" (বুখারী, মুসলিম)

৪৯নং কবীরা গুনাহ

اللطم والنياحة وشق الثوب وحلق الرأس ونتفه والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة

শোক প্রকাশার্থে চেহারার উপর আঘাত করা, মাতম করা, কাপড় ছেঁড়া, মাথা মুণ্ডানো বা চুল উঠানো, বিপদের সময় ধ্বংসের জন্য দোয়া করা।

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية.

(رواه البخاري ومسلم)

"শোক প্রকাশ করতে যেয়ে যে চেহারার উপর প্রহার করে এবং কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহিলিয়্যাতের অভ্যাসের অনুসরণ করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" (বুখারী, মুসলিম)

৫০নং কবীরা গুনাহ

البغي অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করা

আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ * (الشورى : ٤٢)

"ব্যবস্থা নেয়া হবে কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।" (শুরা ঃ ৪২)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. (مسلم)

"আল্লাহ তাআলা আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেন যে, তোমরা বিনয়ী হও, কেউ যেন কারো উপর গর্ব না করে আবার কেউ যেন কারো উপর অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ না করে।" (মুসলিম)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الاخرة من البغي وقطيعة الرحم. (رواه أحمد)

"আত্মীয়তা ছিন্ন করা এবং অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করা এমন দু'টি মারাত্মক অপরাধ যার শাস্তি আখেরাতে নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতেও দেয়া হবে।" (আহমদ)

৫১নং কবীরা গুনাহ

الاستطالة على الضعيف والمملوك والجارية والزوجة والدابة

দুর্বল, চাকর-চাকরানী, স্ত্রী ও চতুষ্পদ জন্তুর উপর অত্যাচার করা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه. (مسلم)

"যে ব্যক্তি তার গোলামকে শাস্তি দিল এমন কোন অন্যায়ের যা সে করে নাই তার প্রতিকার হলো তাকে মুক্ত করে দেয়া।" (মুসলিম)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. (مسلم)

"আল্লাহ্ তাআলা ঐ সব লোকদের শাস্তি দিবেন যারা দুনিয়াতে মানুষদের কষ্ট দিত।". (মুসলিম)

৫২নং কবীরা গুনাহ

أذى الجار প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়া

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. (البخاري)

"ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকে না।" (বুখারী)

৫৩নং কবীরা গুনাহ

أذى المسلمين وشتمهم

মুসলমানদের কষ্ট দেয়া ও গালি দেয়া

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَااكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا * (الأحزاب : ٥٨)

"যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।" (আহযাব ঃ ৫৮)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. (البخاري)

"কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে ঐ ব্যক্তি সর্ব নিকৃষ্ট যাকে মানুষ তার অনিষ্টতা হতে বাঁচার লক্ষ্যে এড়িয়ে চলত।" (বুখারী)

৫৪নং কবীরা গুনাহ

إسبال الإزار والثوب تعززا وخيلاء ونحوه

অহংকার করে লুঙ্গি কাপড় ইত্যাদি ঝুলিয়ে পরিধান করা

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. (البخاري)

"গোড়ালির নীচে যে কাপড় পরা হবে, তা জাহান্নামে যাবে।" (বুখারী)

রাসূল ﷺ আরো বলেন ঃ

لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. (رواه البخاري ومسلم)

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির দিকে রহমতের দৃষ্টি দিবেন না যে অহংকার করে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করে।" (বুখারী, মুসলিম)

বর্তমানে এ ব্যাধি একেবারে সাধারণ ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। প্রায় সবার মধ্যে এ সমস্যাটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেকেই দেখা যায় তারা গোড়ালির নীচে কাপড় পরিধান করে, অনেক সময় মাটি পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে দেয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করুন। অবশ্য এ নিষেধাজ্ঞা পুরুষদের জন্য।

৫৫নং কবীরা গুনাহ

الأكل والشرب في آنية الذهب أو الفضة

স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করা

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جنهم. (رواه البخاري ومسلم)

"যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রূপার প্লেটে খায় বা পান করে সে মূলতঃ তার পেটে জাহান্নামের আগুনকেই স্থান করে দেয়।" (বুখারী, মুসলিম)

৫৬নং কবীরা গুনাহ

لبس الحرير والذهب للرجال

পুরুষের স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় পরিধান করা

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

إنما يلبس الحرير في الدينا من لا خلاق له في الآخره. (البخاري)

"দুনিয়াতে যে ব্যক্তি রেশমী কাপড় পরে তার জন্য আখেরাতে কোন অংশই নেই।" (বুখারী)

৫৭নং কবীরা গুনাহ

إباق العبد গোলামের পলায়ন করা

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. (مسلم)

"গোলাম যখন পলায়ন করে তখন তার কোন নামাযই গ্রহণ করা হয় না।" (মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় আছে, যতক্ষণ না সে তার মনিবের নিকট প্রত্যাবর্তন করে।

৫৮নং কবীরা গুনাহ

الذبح لغير الله عز وجل

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশে পশু যবেহ করা

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ. (مسلم)

"যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর জন্য জবেহ করে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ।" (মুসলিম)

গাইরুল্লাহর জন্য জবেহ করার দৃষ্টান্ত যেমন, কেউ জবেহ করার সময় বলে, আমি শয়তানের নামে জবেহ করছি, অথবা দেব-দেবীর নামে অথবা পীর সাহেবের নাম জবেহ করছি ইত্যাদি।

৫৯নং কবীরা গুনাহ

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم

জেনে শুনে অন্যকে পিতা বলে স্বীকৃতি দেয়া

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، فالجنة عليه حرام. (البخاري ومسلم)

"যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বলে ঘোষণা দেয় তার উপর জান্নাত হারাম করা হয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

৬০নং কবীরা গুনাহ

الجدل والمراء واللدد

তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া এবং শত্রুতা পোষণ করা

অর্থাৎ কারো কথার ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশের উদ্দেশে দোষ তালাশ করা। একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে,

.....من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع.

(أبو داود، صحيح الجامع)

"যে ব্যক্তি অনর্থক কোন বিষয়ে জেনে শুনে বিতর্ক করে সে ঐ পর্যন্ত আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে জীবন যাপন করে যতক্ষণ না সে বিতর্ক থেকে ফিরে আসে।" (আবু দাউদ)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتو الجدال.

(رواه أحمد والترمذي، صحيح الجامع)

"কোন জাতি তখনই পথভ্রষ্ট হয় যখন সঠিক পথে থাকা সত্ত্বেও তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়।" (আহমদ, তিরমিজী, সহীহ আল জামে)

অর্থাৎ সত্য অন্বেষণ বা উদঘাটনের জন্য নয়, বিতর্ক করার জন্য বিতর্কে লিপ্ত হয়।

৬১নং কবীরা গুনাহ

منع فضل الماء

প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি দান করতে অস্বীকার করা

রাসূলে কারীম ﷺ বলেন ঃ

من منع فضل ماء أو كلأ منعه الله فضله يوم القيامة.

(رواه احمد، صحيح الجامع)

"যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পানি ও অতিরিক্ত ঘাস দান করা থেকে বিরত থাকে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন দয়া ও সওয়াব দিতে অস্বীকার করবেন।"

(আহমদ, সহীহ আল জামে)

৬২নং কবীরা গুনাহ

نقص الكيل والميزان ওযনে ও মাপে কম দেয়া

আল্লাহ বলেন ঃ (المطففين : ١) وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ *

"যারা মাপে কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ।" (মুতাফফেফীন ঃ ১)

৬৩নং কবীরা গুনাহ

الأمن من مكر الله

আল্লাহর পাকড়াও হতে নিশ্চিন্ত হওয়া

রাসূলে কারীম ﷺ এ কথাটি বেশী বলতেন ঃ

يا مقلب القلرب ثبت قلوبنا على دينك فقيل له يا رسول الله أتخاف علينا فقال رسول ﷺ : إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.

(أحمد والترمذي والحاكم، صحيح الجامع)

"হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আপনি আমাদের অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর অটল রাখুন। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের ঈমানের ব্যাপারে আশংকা করেন? রাসূল ﷺ উত্তর

দিলেন, মানুষের অন্তর দয়াময় আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে পরিবর্তন করেন।" (আহমদ, তিরমিজী, হাকেম)

সুতরাং হে মুসলিম ভাইয়েরা! আপনাদের ঈমান, আমল, নামায ও সকল প্রকার নেক আমাল যতই বেশী ও সুন্দর হোক না কেন অহংকার করবেন না। কারণ এগুলি আল্লাহর দয়া ছাড়া আর কিছু নয়। যদি কোন না কোন সময় তিনি এগুলি আপনার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যান তখন আপনি উটের পেটের চেয়েও বেশী খালী হয়ে যাবেন। আপনি আপনার আমলের কারণে গর্ব করা হতে বিরত থাকুন এবং এমন কথা বলবেন না যা অজ্ঞ ও মূর্খরা বলে, যেমন আমরা অমুকের চেয়ে ভাল। আমার আল্লাহ তো মানুষের অন্তরের গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয়ে অবগত। আপনার দুর্বলতা, গুনাহের আধিক্য, আমল কম হওয়ার অনুভূতি অন্তরে স্থান দিয়ে সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকুন এবং এমন একটি অবস্থায় থাকুন যে অবস্থার বর্ণনা রাসূল ﷺ হাদীসে দিয়েছেন।

তিনি বলেন ঃ

أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك.

(الترمذي، صحيح الجامع)

"তোমার সংসারে ব্যস্ততা সত্ত্বেও তুমি জিহ্বাকে সংযত রাখবে, গুনাহের কাজের উপর কান্নাকাটি করবে।" (তিরমিজী)

ঐ সব লোকদের মতো হয়ো না যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ * (الأعراف : ٩٩)

"তারা কি আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেছে? ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন ব্যতীত কেউ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নির্ভয় হয় না।" (আরাফ ঃ ৯৯)

বস্তুত আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সর্বদা এ কথাগুলি বলতে থাক-

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ.

"হে অন্তরের পরিবর্তকারী! তুমি আমাদের অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অটল অবিচল রাখ।"

৬৪নং কবীরা গুনাহ

أكل الـميتة والدم ولحم الخنزير

মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত এবং শুকরের গোস্ত খাওয়া

আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ * (الأنعام : ١٤٥)

"আপনি বলে দিন, যে বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন ভক্ষণকারীর জন্যে কোন হারাম খাদ্য পাই নাই। মৃত ও প্রবাহিত রক্ত এবং শুকরের গোস্ত ব্যতীত। এটা অপবিত্র।" (আনআম ঃ ১৪৫)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. (مسلم)

"যে ব্যক্তি চওসর (দাবা জাতীয়) খেলায় প্রবৃত হয়, সে যেন তার হাতকে শুকরের রক্তে রঞ্জিত করার মত অন্যায় করে।" (মুসলিম)

রাসূল ﷺ শুকরের রক্ত ও গোস্ত হাতে নেয়াকে গুনাহ সাব্যস্ত করেছেন শুধু তাই নয় বরং বড় গুনাহ বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং শুকরের গোস্ত খাওয়া যে কত বড় গুনাহ তা সহজেই অনুমান করা যায়। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ বিপদ হতে রক্ষা করুন।

৬৫নং কবীরা গুনাহ

تارك صلاة الجمعة والجماعة فيصلى وحده من غير عذر

জুমুআর সালাত ও জামাত ছেড়ে দিয়ে বিনা কারণে একা একা সালাত আদায় করা

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. (مسلم)

"যদি মানুষ জুমুআর সালাত পরিত্যাগ করা থেকে বিরত না থাকে তাহলে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন যার ফলে তারা অলস ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (মুসলিম)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. (ابن ماجه، صحيح الجامع)

"যে ব্যক্তি আযান শুনল অথচ কোন প্রকার ওজর ছাড়া সালাতের জামাতে উপস্থিত হল না তার সালাত আল্লাহর নিকট কবুল হয় না।"
(ইবনে মাজা, সহীহ আল জামে)

৬৬নং কবীরা গুনাহ

اليأس من روح الله تعالى والقنوط

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া

আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّـهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ * (يوسف : ٨٧)

"আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত হতে একমাত্র কাফের সম্প্রদায়ই নিরাশ হয়।" (ইউসুফ ঃ ৮৭)

রাসূলে কারীম ﷺ বলেন ঃ

لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. (مسلم)

"তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ ছাড়া মৃত্যুবরণ না করে।" (মুসলিম)

৬৭নং কবীরা গুনাহ

تكفير المسلم

মুসলমানকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. (البخاري)

"যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইকে বলে, হে কাফের! এর পরিণাম তাদের কোন না কোন একজনের উপর বর্তাবেই।" (বুখারী)

৬৮নং কবীরা গুনাহ

المكر والخديعة ষড়যন্ত্র করা এবং ধোঁকা দেয়া

আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ * (فاطر : ٤٣)

"কুচক্রের শাস্তি অন্য কারও উপর পতিত হয় না, কুচক্রীর উপরই পতিত হয়।" (ফাতের ঃ ৪৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

المكر والخديعة في النار. (رواه البيهقي، السلسلة الصحيحة)

"কুচক্র এং ধোঁকাবাজীর স্থান জাহান্নাম।" (বায়হাকী, সহীহ)

৬৯নং কবীরা গুনাহ

من تجسس على المسلمين ودل على عوراتهم

মুসলমানদের ত্রুটি-বিচ্যুতি তালাশ করা এবং তাদের গোপন তথ্য প্রকাশ করা

আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ * هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ * (القلم : ١٠-١١)

"আপনি আনুগত্য করবেন না ঐ ব্যক্তির যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে অন্যকে দোষারোপ ও পশ্চাতে নিন্দা করে, যে একের কথা অপরের নিকট বলে বেড়ায়।" (আল-কলম ঃ ১০-১১)

একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، وليس بخارج. (أبو داود والطبراني، صحيح الجامع)

"যে ব্যক্তি কোন মুমিন সম্পর্কে এমন দোষ বর্ণনা করে যা তার মধ্যে আদৌ নেই, আল্লাহ জাহান্নামীদের নির্গত পঁচা গলা পুঁজের মধ্যে তার স্থান নির্ধারণ করবেন।" (আবু দাউদ, তাবারানী, সহীহ আল জামে)

৭০নং কবীরা গুনাহ

سب أحد من الصحابة رضوان الله عليهم

কোন সাহাবীকে গালি দেয়া

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. (البخاري)

"তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না, যদি তোমাদের কেউ ওহুদ পাহাড় পরিমাণ আল্লাহর রাস্তায় দান করে তবুও তাদের কারো এক মুটি বা আধা মুটি পরিমাণ দানের সমান হবে না।" (বুখারী)

রাসূল ﷺ আরো বলেন ঃ

من سب أصحابي فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين.

(رواه الطبراني، صحيح الجامع)

"যে ব্যক্তি আমার সাহাবীকে গালি দেয় তার উপর আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ।" (তাবারানী, সহীহ আল জামে)

৭১নং কবীরা গুনাহ

القضاء السوء অন্যায় বিচার

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

قاضيان في النار، وقاض في الجنة، قاض عرف الحق فقضى به فهو في

الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا أو قضى بغير علم فهما في النار.
(الحاكم، صحيح الجامع)

"দু'জন বিচারক জাহান্নামে যাবে এবং একজন বিচারক জান্নাতে যাবে। যে বিচারক মূল সত্যকে উদঘাটন করে এবং তদুনসারে বিচার করে সে জান্নাতে যাবে। আর একজন বিচারক যে সত্যকে উদঘাটন করার পর জেনে শুনে অন্যায়ভাবে বিচার করছে সে জাহান্নামে যাবে। অথবা যে বিচারক না জেনে শুনে বিচার করে সে জাহান্নামে যাবে।" (হাকেম, সহীহ আল জামে)

৭২নং কবীরা গুনাহ

الفجور عند الخصومة

ঝগড়া করার সময় অতিরিক্ত গালি দেয়া

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. (البخاري)

"চারটি দোষ যার মধ্যে পাওয়া যাবে সেই প্রকৃত মুনাফেক। যার মধ্যে এর একটি দোষ পাওয়া যাবে তার নিকট মুনাফেকের একটি চরিত্র পাওয়া গেল। যখন আমানত রাখা হয় সে খেয়ানত করে, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন চুক্তি করে তা ভঙ্গ করে আর যখন ঝগড়া করে গাল মন্দ করে।" (বুখারী)

৭৩নং কবীরা গুনাহ

الطعن في الأنساب

কোন বংশ বা তার লোকদের খারাপ গুণে অভিহিত করা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. (رواه أحمد وامسلم، صحيح الجامع)

"দু'টি দোষ মানুষের মধ্যে কুফর সমতুল্য। (১) বংশের কুৎসা রটানো, (২) মৃত ব্যক্তির জন্য আনুষ্ঠানিক কান্নাকাটি করা।"

(আহমদ, মুসলিম, সহীহ আল জামে)

৭৪নং কবীরা গুনাহ

النياحة على الميت

মৃত ব্যক্তির জন্য আনুষ্ঠানিক ও উচ্চ শব্দে কান্নাকাটি করা

যেমন পূর্বের হাদীসে এ সম্পর্কে পুরোপুরি নিষেধ এসেছে।

৭৫নং কবীরা গুনাহ

تغيير منار الأرض

জমিনের সীমানা উঠিয়ে ফেলা বা পরিবর্তন করা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

لعن الله من غير منار الأرض. (مسلم)

"আল্লাহ অভিশাপ করেছেন ঐ ব্যক্তির উপর যে জমিনের সীমানা পরিবর্তন করে।" (মুসলিম)

৭৬নং কবীরা গুনাহ

من سن سنة سيئة أو دعا إلى ضلالة

অপসংস্কৃতি ও কু-প্রথার প্রচলন করা অথবা ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

... ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. (مسلم)

"যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন কুপ্রথা বা বিদআত চালু করল সে নিজেতো গুনাহগার হবেই এবং তারপরে যে ব্যক্তি ঐ কুপ্রথার উপর আমল করবে তার গুনাহও তার উপর বর্তাবে, তবে এ কারণে ঐ ব্যক্তির গুনাহের অংশ বিন্দু পরিমাণও কমানো হবে না।" (মুসলিম)

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم، مثل اُثام من تبعه، لا ينقص ذلك من اُثامهم شيئا. (مسلم)

"যে ব্যক্তি কোন গোমরাহীর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে ঐ ব্যক্তি গুনাহের মধ্যে ঐ পরিমাণ অংশীদার হবে যে পরিমাণ গুনাহ ঐ গোমরাহীর অনুসারীদের হবে। তবে এ কারণে তাদের গুনাহের পরিমাণ একটুও কমানো হবে না।" (মুসলিম)

৭৭নং কবীরা গুনাহ

الواصلة لشعرها والنامصة والمتنمصة والمتفلجة والواشمة

নারী অন্যের চুল ব্যবহার করা, শরীরে উলকি আঁকা, ভ্রু উপড়ানো, দাঁত ফাঁক করা

রাসূলে কারীম ﷺ বলেন ঃ

لعن الله الواشمات، والمستوشمات والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. (متفق عليه)

"আল্লাহ তাআলা অভিশাপ করেন এমন সব নারীদের যারা অন্যের শরীরে আঁকে এবং নিজের শরীরে তা করাতে চায়, যারা ভ্রু উঠিয়ে ফেলে এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরু ও উহার ফাঁক বড় করে, যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলে নেয়।" (বুখারী, মুসলিম)

রাসূল ﷺ আরো ইরশাদ করেন ঃ

لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. (متفق عليه)

"সে নারীর উপর আল্লাহর অভিশাপ যে অন্য নারীর মাথায় কৃত্রিম চুল স্থাপন করে কিংবা নিজ মাথায় মেকী চুল স্থাপন করে এবং যে অন্যের গাত্রে উল্কি করে অথবা নিজের গাত্রে উল্কি করায়।" (বুখারী, মুসলিম)

৭৮নং কবীরা গুনাহ

من أشار إلى أخيه بحديدة

ধারালো অস্ত্র দিয়ে কারো দিকে ইশারা করা

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه و أمه. (مسلم)

"যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের দিকে ধারালো অস্ত্র দ্বারা ইশারা করে ফেরেশতাগণ তার উপর অভিশাপ করতে থাকে, যদিও সে তার আপন ভাই হয়।" (মুসলিম)

অন্য একটি হাদীসে এ হাদীসের কঠোর ধমকির কারণ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রাসূল ﷺ বলেন,

فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. (مسلم)

"হতে পারে শয়তান তার হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে ব্যবহার করবে। ফলে সে জাহান্নামের গুহায় নিপতিত হবে।" (মুসলিম)

৭৯নং কবীরা গুনাহ

الإلحاد في الحرم

হারাম শরীফে ধর্মদ্রোহী কাজ করা

আল্লাহ বলেন ঃ

.....وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ *

(الحج : ٢٥)

"এবং মসজিদে হারাম যা আমি করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান। আর তাতে যে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাবো।" (হজ্ব ঃ ২৫)

এ বিষয়গুলি মারাত্মক কবীরা গুনাহ যা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে উলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন এবং বিশেষ করে ইমাম হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহঃ) আল-কাবায়ের কিতাবে এগুলো উল্লেখ করেছেন। আশা করি মহান আল্লাহ আমাদেরকে এসব কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবেন এবং আমাদেরকে তাওফীক দিবেন; যে সব কাজ তিনি পছন্দ করেন না এবং সন্তুষ্ট হন না এসব কাজ থেকে বেঁচে থাকতে এবং আমরা ঐ সব গুনাহ যা আমাদের থেকে প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহ যেন আমাদেরকে ক্ষমা করেন এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন আমাদের ঐ সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত না করেন যাদের সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

أتدرون من المفلس إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا.

(رواه أحمد ومسلم والترمذي، وصحيح الجامع)

"তোমরা কি জান আমার উম্মতের মধ্যে অসহায় কে? মনে রাখবে আমার উম্মতের মধ্যে অসহায় হল ঐ লোক যে কিয়ামতের দিন অনেক নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে অথচ সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ ভক্ষণ করেছে আবার কাউকে রক্তাক্ত বা প্রহার করেছে, অতঃপর আল্লাহ তার পুণ্য হতে তার দ্বারা

ক্ষতিগ্রস্ত, অত্যাচারিত ব্যক্তিদের দিবেন। যখন পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করার পূর্বেই তার পুণ্য শেষ হয়ে যাবে, তখন তাদের পাপগুলি তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"
(আহমদ, মুসলিম, তিরমিজী, সহীহ আল জামে)

الأثار القبيحة للمعاصى

গুনাহের খারাপ প্রভাব ও ক্ষতিকর দিকসমূহ

বন্ধুগণ মনে রাখতে হবে, গুনাহ বা পাপাচার মানুষের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় জগতেই ক্ষতিকর। এছাড়াও গুনাহ মানুষের আত্মা এবং দেহের জন্য ক্ষতিকর। গুনাহ মানুষের আত্মার জন্য এমন ক্ষতিকারক যেমনিভাবে দেহের জন্য বিষ ক্ষতিকারক। গুনাহের কয়েকটি ক্ষতিকর দিক এবং খারাপ প্রভাব নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

১- حرمان العلم ইল্‌ম বা দ্বীনি জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হওয়া। কারণ, ইল্‌ম হল নূর বা আলো যা আল্লাহ মানুষের অন্তরে স্থাপন করেন কিন্তু গুনাহ-পাপাচার এ নূরকে নিভিয়ে দেয়।

২- حرمان الرزق রিযিক থেকে বঞ্চিত হওয়া। وفى المسند إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبة বান্দা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে রিযিক হতে বঞ্চিত হয়।

৩- المعاصى توهن القلب والبدن গুনাহ দেহ এবং আত্মাকে দুর্বল করে দেয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় নেক আমলের কারণে মানুষের চেহারা উজ্জ্বল হয়, অন্তর আলোকিত হয়, রিযিকের প্রশস্ততা হয়, দেহের শক্তি হয়, মানুষের অন্তরে মহব্বত বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে খারাপ কাজে মানুষের চেহারা কুৎসিত হয়, অন্তর অন্ধকার হয়, দেহ দুর্বল হয়, রিযিকে সংকীর্ণতা দেখা দেয় এবং মানুষের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা জন্মায়।

৪- حرمان الطاعة আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য হতে বঞ্চিত হয়। যদিও গুনাহের কারণে তাকে কোন শাস্তি নাও দেয়া হয় কিন্তু সে আল্লাহর বিশেষ ইবাদত বন্দেগী হতে বঞ্চিত হবে।

৫- المعاصي تسلخ القلب عن استقباحها গুনাহকে ঘৃণা বা খারাপ জানার অনুভূতি অন্তর হারিয়ে ফেলে। ফলে গুনাহের কাজে সে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং সমস্ত মানুষও যদি তাকে দেখে ফেলে বা তার সমালোচনা করে এতে সে লজ্জাবোধ বা খারাপ মনে করে না। এ ধরনের মানুষকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না এবং তাদের তওবার দরজাও বন্ধ হয়ে যায়।

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

كل امتى معافى الا المجاهرين وان من الاجهار أن الله ستر على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيهتك نفسه وقدبات يستره ربه (رواه البخري ومسلم)

"আমার সকল উম্মতকে ক্ষমা করা হবে একমাত্র ঘোষণা দানকারী ছাড়া। আর ঘোষনা হল, আল্লাহ কোন বান্দার অপকর্মকে গোপন রাখল কিন্তু লোকটি তার নিজের অপকর্ম প্রকাশ করে নিজেকে অপমান করে এবং বলে থাকে, হে ভাই! আমি অমুক দিন এবং অমুক দিন এ কাজ করেছি ও কাজ করেছি ইত্যাদি। এভাবে সে তার নিজের গোপনীয়তা প্রকাশ করে অথচ আল্লাহ তার গুনাহকে গোপন রাখে।" (বুখারী, মুসলিম)

৬- المعاصي سبب لهوان العبد বান্দা গুনাহ করতে করতে গুনাহ তার জন্য সহজ হয়ে যায়, অন্তরে সে গুনাহকে ছোট মনে করতে থাকে। আর এটাই হল ধ্বংসের নিদর্শন। ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

إن المؤمن يرى ذنوبه كانه فى أصل جبل يخاف أن يقع عليه وأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب رفع على أنفق فقال به هكذا فطار- ذكر البخارى فى الصحيح

একজন মুমিন সে গুনাহকে এমন ভয় করে যে, সে যেন একটি পাহাড়ের নিচে আছে আর আশংকা করছে যে পাহাড়টি তার উপর ভেঙ্গে পড়বে। পক্ষান্তরে একজন ফাজের বদকার ব্যক্তি সে তার গুনাহকে মনে করে তার নাকের উপর একটি মাছি বসে আছে হাত নাড়া দিল আর সে চলে গেল।

৭- المعاصي تورث الذل গুনাহ লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ হয়ে থাকে। **কারণ হল**, সকল প্রকার ইজ্জত একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আল্লাহ বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِـزَّةُ جَمِيْعًـا * (فاطر : ١٠)

"কেউ ইজ্জতের আশা করলে মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত ইজ্জত আল্লাহরই জন্য।" (সূরা ফাতির ঃ ১০)

অর্থাৎ ইজ্জত আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমেই তালাশ করা উচিত, কারণ সে আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া কোথাও ইজ্জত খুঁজে পাওয়া যাবে না।

৮- المعاصى تفسد العقل। গুনাহ মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিকে ধ্বংস করে দেয়। কারণ মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির জন্য একটি আলো বা নূর থাকে আর গুনাহ ঐ নূর বা আলোকে নিভিয়ে দেয়, ফলে জ্ঞান বুদ্ধি ধ্বংস হয়।

৯- المعاصى تطبع على قلب صاحبها। গুনাহ গুনাহকারীর অন্তরকে আবৃত করে ফেলে এবং সে ধীরে ধীর আলস্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ * (المطففين : ١٤)

অর্থাৎ, "কখনও না, বরং তারা যা করে তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।" (মুতাফফিফীন ১৪)

এ আয়াত সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেন, বার বার গুনাহ করার কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

১০- المعاصى موجبة للعنة। গুনাহ বান্দাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ, তিনি গুনাহগারদের ওপর অভিশাপ দিয়েছে। যেমন- সুদ গ্রহীতা, দাতা, লেখক ও সাক্ষী দাতা- সকলের ওপর অভিশাপ করেছেন। এমনিভাবে চোরের ওপর অভিশাপ করেছেন। গাইরুল্লাহর নামে জবেহকারী ছবি অংকনকারী, মদ্যপানকারী সহ বিভিন্ন গুনাহগারের ওপর তিনি অভিশাপ করেন।

১১- المعاصى سبب الحرمان دعوة الرسول والملائكة। গুনাহ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার ফেরেশতাদের দু'আ পাওয়া হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। কেননা আল্লাহ তার নবীকে মুমিন বান্দা বান্দীদের জন্য দু'আ করার আদেশ দিয়েছেন।

তওবা করার গুরুত্ব ও কবূল হওয়ার শর্তাবলী

হে মুসলমান ভাই! মনে রাখবেন, আল্লাহ আমাদের হিসাব নেয়ার আগে আমরা আমাদের নিজেদের হিসাব করি। আল্লাহ আপনার হিসাব করার পূর্বে আপনার হিসাব আপনি করুন।

যদি সম্ভব হয় প্রতিদিন অথবা সপ্তাহে বা কমপক্ষে মাসে একবার হিসাব করুন। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন, এমন কোন কাজ করছেন কি, যা সঠিক আক্বীদা পরিপন্থী? দ্বীনের স্তম্ভ নামাযে কি আপনার কোন দুর্বলতা আছে? ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিষয়গুলি যথাযথভাবে আদায় করছেন কি? আপনি কি কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছেন এবং এখনো তওবা করেননি? যদি করে না থাকেন দ্রুত আপনি তওবা করে নিন। কারণ কবীরা গুনাহ খাঁটি তওবার দ্বারা ক্ষমা করা হয়। তবে তওবার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে যা নিম্নে আলোচনা করা হল।

(১) পূর্বের করণীয় কাজের উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। (২) এমন কাজ দ্বিতীয়বার না করার উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। (৩) আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন করা। (৪) কবীরা গুনাহের কারণে আপনার উপর যে কর্তব্য বা ঋণের দায়িত্ব বর্তায় তা পরিশোধ করা, যেমন- আপনি কাউকে গালি দিয়েছেন অথবা কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করছেন তাহলে আপনার কর্তব্য হলো অধিকার পাওনাদারকে ফেরত দেয়া এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর যদি আপনি এমন কোন অন্যায় করেন যার মধ্যে অন্যের অধিকারের সম্পর্ক নেই তাহলে পূর্বের তিনটি শর্ত পূর্ণ করলেই তওবা হয়ে যাবে।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা হলো আল্লাহ যেন আমাদের ক্ষমা করেন এবং আমাদের তওবা কবুল করেন।

এখন কবীরা গুনাহ সম্পর্কে একটি বিষয় পরিষ্কার করে দেয়া জরুরী আর তা হল যখন কোন ব্যক্তি কবীরা গুনাহতে লিপ্ত হয় তখন তার পরিণাম গুনাহের ভাগী সে গুনাহের মধ্যে সমানভাবেই অংশীদার হবে। সুতরাং ভাই! আপনি ঐ সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন যারা সৎ ও কল্যাণের পথপ্রদর্শক হয়। ঐ সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না যারা অন্যায় ও অনাচারের পথপ্রদর্শক।

আল্লাহ আমাদের সকলকে এ থেকে রক্ষা করুন। নিশ্চয় তিনি শুনেন ও দোয়া কবুল করেন।

وصلى الله عليه عبده ورسوله سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.